রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ ভাদ্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/৯ সেপ্টেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩২০-আইন/২০১০।—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৪১ এর সহিত পঠিতব্য, ধারা ৬৩ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা উপজেলা পরিষদ (সম্পত্তি হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(১) "আইন" অর্থ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন);

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(৩) "নিকট আত্মীয়" অর্থ স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, সৎ সন্তান, পিতা ও মাতা, আপন ও সৎ ভাই ও বোন, আপন চাচা ও চাচী, আপন মামা ও মামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী, জামাতা, পুত্রবধূ, আপন ভাগিনা ও ভাগিনী এবং স্বামী বা স্ত্রীর উক্তরূপ আত্মীয়গণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) "পরিষদ" অর্থ আইনের ধারা ৬ এর অধীন গঠিত উপজেলা পরিষদ;

(৫) "সদস্য" অর্থ আইনের ধারা ৬ এ উল্লেখিত পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্য যে কোন সদস্য।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

৩। **সম্পত্তি অর্জনের বিষয় সরকারকে অবহিতকরণ।**—আইনের ধারা ৪১(২)(গ) এর অধীন পরিষদ কোন সম্পত্তি অর্জন করিলে উহা লিখিতভাবে সম্পত্তি অর্জনের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারকে অবহিত করিতে হইবে।

৪। **পরিষদের সম্পত্তি হস্তান্তর।**—(১) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে পরিষদের কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) পরিষদের স্বার্থে এবং প্রয়োজনে পরিষদের কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদের সভায় সদস্যগণের তিন চতুর্থাংশ ভোটে এতদসংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে গঠিত একটি কারিগরি কমিটির মাধ্যমে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণপূর্বক এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিয়া পরিষদের সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৪) পরিষদের নিয়ন্ত্রণভুক্ত বা এখ্তিয়ারাধীন জনপদ বা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য্য কোন সম্পত্তি কোনভাবেই হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৫) পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তাহাদের কোন নিকট আত্মীয়ের নিকট অথবা তাহাদের মালিকানাধীন, বা তাহাদের স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন অবস্থাতেই পরিষদের কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না।

৫। **সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন।**—(১) পরিষদের পূর্বানুমোদনক্রমে, পরিষদের তহবিলের অর্থ দ্বারা সম্পত্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পরিষদের সম্পত্তির উন্নয়ন করা যাইবে।

(২) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি অর্থ দ্বারা সম্পত্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পরিষদের সম্পত্তির উন্নয়ন করা যাইবে।

(৩) পরিষদ উহার সভায় পরিষদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাদি নিষ্পন্নের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং চেয়ারম্যান উক্তরূপ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন।

৬। **সম্পত্তির ব্যবহার।**—আইন অথবা বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিষদ ইহার সম্পত্তি জনস্বার্থে এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে।

৭। **সম্পত্তির দলিলপত্রাদি ও নক্শা রক্ষণাবেক্ষণ।**—(১) পরিষদ ইহার সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলপত্র সংরক্ষণ করিবে এবং উহাদের বিবরণ প্রস্তুত করিয়া প্রতি বৎসর হালনাগাদ করিবে।

(২) পরিষদ ইহার নিয়ন্ত্রণভুক্ত বা মালিকানাধীন সম্পত্তির রেকর্ড হালনাগাদ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিষদ ইহার সম্পত্তির নকশা প্রস্তুত করিয়া উহা সংরক্ষণ করিবে এবং উহার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

৮। **সম্পত্তির দখল বজায় রাখা।**—(১) পরিষদ আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে ইহার সম্পত্তি হইতে অবৈধ দখলকারী (যদি থাকে) উচ্ছেদের ব্যবস্থা করিবে এবং ইহার দখল বজায় রাখিবে।

(২) পরিষদের সম্পত্তির দখল বজায় রাখিবার স্বার্থে চেয়ারম্যান পরিষদের সম্পত্তি নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন এবং দখলমুক্ত রাখার যাবতীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

৯। **সম্পত্তির ইজারা ও ভাড়া প্রদান।**—(১) পরিষদের সভায় এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে, জনস্বার্থে, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পরিষদের নিয়ন্ত্রণভুক্ত বা মালিকানাধীন সম্পত্তি ইজারা বা ভাড়ায় প্রদান করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বা তাহাদের কোন নিকট আত্মীয় অথবা তাহাদের মালিকানাধীন, বা তাহাদের স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই উক্ত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিষদের সম্পত্তির ইজারা বা ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

১০। **সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে পরিষদের কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের দায়।**—পরিষদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান বা উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে কোন অবহেলা করিলে উহা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর হোসেন
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd